একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

'Draupadi' – from Mahabharata to Mahasweta

'দ্রৌপদী' – মহাভারত থেকে মহাশ্বেতায়

Name of the Author: **Dr. Keya Mustafi**

Affiliation: **Assistant Professor, Dhupguri Girls' College, West Bengal,India**

Abstract: Draupadi, a pivotal figure from the Mahabharata, epitomizes resistance and strength in the face of oppression. Her character is a powerful testament to courage, dignity, and defiance, serving as a beacon for women's empowerment. As a symbol of protest against injustice, Draupadi's narrative underscores the struggle against societal norms that erode women's dignity. Her unwavering stance against exploitation and violence cements her status as an iconic figure in discussions on women's rights and gender equality. The timeless relevance of Draupadi's story lies in its reflection of contemporary challenges faced by women, highlighting her as a potent symbol of resilience. Through her, themes of empowerment, justice, and the relentless fight against patriarchal structures are vividly portrayed. Draupadi's legacy thus stands as a compelling reminder of women's fortitude and their enduring quest for dignity and equality, resonating deeply with modern dialogues on gender and social justice.

Keywords: Draupadi, Mahabharat,Protest,Timeless, Resilience,Social justice, Women empowerment.

‘দ্রৌপদী’ – মহাভারত থেকে মহাশ্বেতায়

ড. কেয়া মুস্তাফী

আমি শক্তি। আমি নারী/ তুমি তোমার স্বামী, তোমার মালিকের অধিকৃত দ্রব্য। আমি নই/ আমি কারো সম্পত্তি নই, আমি সকলের, আমি সকলের জন্য, সকলের আমি/ নিজেকে আমি শুভ্রচিন্তা ও অনাবিল ভাবনা দিয়েছি।

জুলিয়া দ্য বারজোসের প্রতি – জুলিয়া দ্য বারজোস

নারীর প্রেমে- প্রতিবাদে ও প্রতিরোধের প্রাগ্রসর ভূমিকায় সবার আগে মনে পড়ে এই কবিতা। নারীপ্রকৃতি, চরিত্র, চিন্তা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির বাহুল্য আমাদের সাহিত্যের পাতায় পাতায়। মানবচরিত্র ব্যাখ্যা করা কষ্টকর হলেও, নারীচরিত্র নাকি চিরকালই জটিল আর ‘রহস্যময়ীর’ আবরণে ঢাকা। আর দেবতার পক্ষেও তাকে জানা দুষ্কর। এ হেন নারীকেই আমরা প্রেমে বরণ করেছি, বাহবা দিয়েছি, তৃষ্ণামেদুর চোখে বক্ষলগ্না করেছি। বিপরীতে তাকেই অন্যায়ের প্রতিবাদীরূপে চোখ কুঁচকে বাড়াবাড়ি বা ‘পুরুষসুলভ’ আখ্যা দিয়েছি, সাবধান করে দিয়েছি। আর প্রতিরোধে তার ভূমিকাকে দুয়ো না দিয়ে কতটুকু সময় তার পাশে এসে সমাজ দাঁড়িয়েছে? সহযোগিতা করেছে! এ ঘটনা হাতে গোনা, বা নেই বললেই চলে। প্রাচীনযুগ থেকে আধুনিক খোঁজ করলে বড় একটা পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না। এ আমাদের দৃশ্যসমাজের চিরকালীন সত্য। আজও যখন এই প্রবন্ধের মূলবিষয় নিয়ে হাজির হয়েছিলাম বিভিন্ন মহলে, শিক্ষিত, চাকুরিজীবী, মধ্যবিত্তগৃহবধূ, গৃহকর্তা, আধুনিক তরুণ-তরুণীর কাছে, পরিসংখ্যানে দেখি এখনও শতকরা ২০-৩০ ভাগ মহিলা-পুরুষ প্রতিবাদে-প্রতিরোধে নারীকে কিছুটা এগিয়ে রাখলেও, শতকরা সত্তর থেকে আশিভাগ মানুষ নারীর প্রেমের ভূমিকাকেই সর্বাধিক মান্যতা দিয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে নারী প্রশ্নাতীতভাবে আজও শীর্ষভাগে ।

নারীর প্রেমহীনা রূপকে আমি কখনোই বড় বলছি না। এ কথা সত্য যে, প্রেমময়ী নারীর জনপ্রিয়তা সাহিত্যের পাঠকমহলে চিরকালীন। সাহিত্যধারায় অবগাহন করলে হাতেগোনা কিছু নারীর পরিচয় পাই যারা প্রাচীন সাহিত্যে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, বর্তমানের প্রেক্ষিতেও তারা পাঠকের মানসপটে বারবার স্মরণযোগ্যারূপে উপস্থিত হন। তাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রায় একবিংশ শতকের সমকক্ষ হয়ে ওঠে। এই চরিত্রদের মধ্যে আমাদের মনোলোকে যে চরিত্রটি পাই তিনি মহাভারতের দ্রৌপদী।

বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনামে রেখেছি ‘দ্রৌপদী’ নামের সেই মহাকাব্যিক নারী চরিত্রকে। যিনি মহাভারতের চরিত্রগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। রূপে-গুণে তিনি এক অসাধারণ রমণী। পুরান মহাকাব্যের নায়িকা থেকে আমাদের যাত্রা হবে আধুনিকের মহাশ্বেতাদেবীর ছোটগল্প ‘দ্রৌপদী’-তে। এই দুই সমনামী রমণী তাদের প্রেম, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সমকাল থেকে কত দূর অগ্রসর হয়েছেন, ভূমিকা কতটা? তাই এই প্রবন্ধের মূল আলোচনায়।

মহাভারতের দ্রৌপদী পঞ্চসতীর এক সতী। পুরাণ বা প্রাচীন সাহিত্যের অন্যান্য নারী চরিত্রের মত ষড়যন্ত্রপরায়ণা, দুর্বল, শঠ তিনি নন। পরিবর্তেদৃঢ়তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রতা, প্রতিবাদী মানসিকতায় দীপ্ত। মহাভারতের কথাকার বেদব্যাস দ্রৌপদীকে অন্য ভাবনায় নির্মাণ করেছেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞাগ্নিসম্ভূতাসে, যাজ্ঞসেনী।

"কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদিমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
সুভগা দর্শণীয়াঙ্গি স্বসিতায়তলোচনা।।
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী নীলকুঞ্চিতমুর্ধজা।
তাম্রতুঙ্গনখী শুভ্রশ্চারুপীন পয়োধরা।
মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদমরববর্ণিনী।
নীলোৎপলসমোগন্ধ যস্যাঃ ক্রোশাৎপ্রবায়তি"

রূপবতী, পদ্মগন্ধা, প্রিয়ংবদা, গুণবতী দ্রৌপদী সর্বসুলক্ষণযুক্তা। তাঁর জন্ম বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পঞ্চপান্ডবপ্রিয়া কৃষ্ণা শ্রীকৃষ্ণের সখীও। আর পাঁচজন রাজকন্যার মতো তার বৈবাহিক জীবন নয়। ঘটনাক্রমে তিনি পঞ্চস্বামীর পত্নী। বিবাহ পরবর্তীতে তাঁর জীবনে নেমে এসেছে যাবতীয় লাঞ্ছনা, জটিলতা, নির্যাতন, আঘাত। তিনি পান্ডব-কুলবধূ ভরতসম্রাজ্ঞী। দ্রৌপদীর স্বামীরা তাঁর অসামান্যরূপে মুগ্ধ, জীবনে আনন্দিত এবং প্রজ্ঞায় গর্বিত। ধনঞ্জয়ের জন্য প্রেমে তাঁর পক্ষপাত থাকলেও অকপটে তা জানাতে তাঁর দ্বিধা নেই। প্রিয়সঙ্গীর সঙ্গের জন্যে তাঁর বৎসরান্তরের প্রতীক্ষা, তাঁর প্রেম সামাজিক সিদ্ধান্তের বলি। তিনি অসাধারণ নারী তার প্রমাণ আমরা মহাভারতে বহুবার পেয়েছি। কৃষ্ণা পঞ্চপান্ডবের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসার পাত্রী।

এই বিদগ্ধা নারীকে জীবনে বহুবার লাঞ্ছিতা হতে হয়েছে। দ্রৌপদীকে দুঃশাসন, দুর্যোধন, কর্ণ, কীচক, জয়দ্রথ একাধিকবার শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছনা ও অপমান করেছে। অপমানের জ্বালায়ও তিনি ধৈর্য ও সংযম রেখেছেন। ভরতকূলবধূর বলিষ্ঠতা, ক্ষত্রিয়রমণীর তেজস্বিতা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। তাঁর দৈহিক বল, বুদ্ধিবল, নৈতিকথাবোধ ছিল অসামান্য। তিনি বিনম্র চিত্তে রাজসভায় বুদ্ধিদীপ্তবাক্যে প্রবীণদের তীব্র ভাবে ভর্ৎসনা করেছেন। বিরাট রাজপ্রাসাদে কীচকের দুর্ব্যবহারেও তিনি রাজাকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। জয়দ্রথের খারাপ প্রস্তাবেও তিনি উপযুক্ত শিক্ষা দেন। আজও আমরা মুগ্ধতার সঙ্গে স্মরণ করি তাঁর প্রতিবাদের ভাষ্য। যে যুগে নারীর কণ্ঠস্বর পুরুষশাসিত সমাজে প্রায় নেই বললেই চলে, সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই অনেক স্থানে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে, অপমান স্মরণ করে তিনিই প্রথম ঐ সন্ধির বিরোধিতা করেন ধর্মরক্ষা, সত্যরক্ষার জন্য। তাঁর এই বাগ্মিতা অনেকক্ষেত্রেই উদ্ভাসিত হয়েছে। পরবর্তীতে পাঁচপুত্রকে হারিয়ে দ্রৌপদী শোকে অত্যন্ত তীব্র তিরস্কারে অশ্বত্থামার মৃত্যুকামনা করে তার মাথার মণি দাবী করেন। তাঁর দূরদর্শিতা, জ্ঞান, বুদ্ধি বারবার পঞ্চপান্ডবকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। এই নারী পৌরাণিক সময়ের নারী হলেও তাঁর প্রজ্ঞা তাঁর দৃঢ়তা তাঁর বিশ্বাস আমাদের হতবাক করে। বেদব্যাসের মানসকন্যা কৃষ্ণা। তিনি সর্বংসহা নন, অন্যান্য পৌরাণিক নারীর মতো

পুরুষতন্ত্রকে মুখ বুঁজে মেনে নেওয়া নারী তিনি নন, সম্পূর্ণ দৈবনির্ভরশীলও নন। উত্তপ্ত সূর্যকিরণের মতোই দীপ্ত ইনি। পাতিব্রত্যে উজ্জ্বল আবার শক্তিময়ীও। অসৎ ব্যক্তির কাছে তিনি রুদ্রানী ভূমিকায়। তাঁর ক্রোধে দগ্ধ হয় ঘৃণ্য। তাঁর মধ্যে রয়েছে নিঃশেষে ত্যাগের শক্তি। বনবাসের দুঃখ বহন করেছেন ক্লান্তিহীনভাবে। ধর্মপত্নীরূপে সঙ্গী হয়েছেন মহাপ্রস্থানে। দ্রৌপদীকে বিদুর, ব্যাসদেব, যুধিষ্ঠির প্রমুখ ব্যক্তিত্ব প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন।

"ব্যাসদেবের মানসকন্যা মহাভারতের নায়িকা কৃষ্ণা প্রেমে, সেবায়, মাতৃত্বে, সিংহ-সাহসিকতায়, প্রজ্ঞায়, কার্যকুশলতায় ও পাতিব্রত্যে এক সার্থক রমণী।" (মহাভারতকথা-স্বামীতথাগতানন্দ, পৃষ্টা-২৫৭)

তিনি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহক, চিরপ্রণম্য উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্বের নাম।

পৌরাণিক-মহাকাব্যিক আবহ থেকে আধুনিক যুগসমাজে চোখ রাখব এবার। আধুনিককালের সাহিত্যিকেরা দ্রৌপদীকে নিয়ে লিখেছেন উপন্যাস, নাটক। মহাভারতের কৃষ্ণাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন আধুনিক নারীর পরিস্থিতির মাঝে। কারণ যুগবদল, দিনবদলেও বদলায়নি নারীর অপমান, অমর্যাদার পরিস্থিতি।

আমাদের আলোচ্য মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প 'দ্রৌপদী। মহাকাব্যের নায়িকার সমনামী এ নারী দ্রৌপদী মেঝেন, এ যুগের বীরাঙ্গনা। বহু দুঃশাসন, দুর্যোধন নির্যাতনে কলুষিত সমাজকে, অন্যায় অপশাসনে জর্জরিত সমাজকে বদলানোর কাজে পুরুষশক্তির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করা এই সাঁওতাল রমণী দ্রৌপদী, স্থানীয় উচ্চারণে 'দোপদি'। তার অপমান আমাদের পুরাণে দ্রৌপদীকে মনে করিয়ে দেয়। এই দ্রৌপদী মেঝেনরা সমাজকে বদলানোর কাজে নিযুক্ত হয়। মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত একটি শক্তিশালী ছোটগল্প। এ গল্প তথাকথিত প্রেমের রসসিক্ত নয়, রাজঅন্তঃপুরের কাহিনী নয়,- জীবনের কঠিন বাস্তবতা এ গল্পের উপজীব্য। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কালোচামড়ার আদিবাসী রমণী মহাকাব্যের দ্রৌপদীর সাথে কোথায় যেন এক হয়ে গেছেন। এ দ্রৌপদী সংগ্রামী, প্রতিবাদী, পরিশ্রমী। নায়িকা দ্রৌপদী মেঝেন মহাভারতের শক্তিশালী উপনাম চরিত্রের পুনরালোচনা যেন। বয়স তার ২৭। স্বামী দুলান মাঝি ও তার একসাথেই আন্দোলনে যোগদান। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিচারে তারা অপরাধী। দোপদি তার স্বামীকে রক্তাধিক ভালোবাসতো। একসাথেই হেঁসো, তীরধনুক নিয়ে তাদের সংগ্রাম। তীর চালানোর নিখুঁত ক্ষমতা তাদের করায়ত্ত, রাষ্ট্রীয়বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে ছদ্মবেশে তাদের কাজ করে যাওয়া। দুলন ও দ্রৌপদীর খোঁজেও শুরু হয় তল্লাশি। কাঁধে গুলি লাগা দোপদি সম্পর্কে বলা হতো সে 'মোস্ট নটোরিয়াস মেয়ে ছেলে' তার স্বামী এবং সে দুজনের নিহতের ভান করে পড়ে থেকে সাময়িকভাবে রক্ষা পায়, নাম বদলে পালিয়ে বেড়ায়। তারা একসাথে কুলকুলি দেয়। সজাগ করে দেয় অন্যান্য সতীর্থ আন্দোলনকারীদের। দোপদি ও দুলন্ রোটেট করে ঘুরতো। দুলনা তাকে বুঝিয়েছিল, *"এই ভালরে! এতে আমাদের ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে হবে না! কে বলতে পারে একদিন জোতদার-মহাজন-পুলিশ সব নিশ্চিহ্ন হবে না?"* (দ্রৌপদী, পৃষ্টা-৩৬)

কর্মই তাদের প্রেম। সূর্য সাউয়ের বাড়িতে তাদের সম্মিলিত বদলা নেওয়ার ছবি, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষের বদলার কথা বলে।

"দুলনা বলেছিল, "আমি আগে কোপ দিবহে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি নিয়াছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারী দেই।"

দোপদি বলেছিল, "মোর পানে চেয়ে লাল গড়াত মুখে, ওর চোখ আমি উপড়াব।'(পৃষ্টা-৩৫)

এটুকুই দুলন এবং দোপদির একত্র কথোপকথন এ গল্পে। তাদের যে সংগ্রামের জীবন তাতে দু-দন্ড জিরানো, সুখস্বপ্নের অবকাশ তাদের নেই। তারা নিজের জীবনের পরোয়া না করে আন্দোলনের পথে নেমেছিল। প্রতিবাদ করেছিল। এ ন্যায়ধর্ম রক্ষার অধিকার বুঝে নেওয়ার লড়াই। এই লড়াইতে এরকম রক্তাক্ত পরিণতি কাম্য ছিল না।

স্বামীহারা শিক্ষা থেকে বহু দূরে ২৭ বছরের নারী দোপদি কাঁধে বুলেটের ক্ষত নিয়ে যে অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াইয়ে নেমেছিল, সেটাই তার জীবনের স্বপ্নও আবার নিয়তিও। কালো সাঁওতাল জনজাতির কন্যা দোপদি জানত তার রক্তচম্পাভূমির পবিত্র কালো রক্ত। নির্ভেজাল। তার পূর্বপুরুষদের জন্য তার গর্ব হয়, তারা মেয়েদের পাহারা দিত। এবং সে জানে সরল জনজাতির লোকরা অন্যায় বেইমানি করতে পারে না। সে এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য জানে। তার দৃষ্টি স্বচ্ছ। সে ধরা পড়লে জান থাকতে তার জাতির দলের মানুষকে বিপদে ফেলবে না। প্রয়োজনে নিজের জিব দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কেটে ফেলবে অন্য আন্দোলনকারীর মতো। সে নির্ভীক। তার জানা তার জীবন এনকাউন্টারে শেষ হয়ে যেতে পারে। এই মৃত্যু তার অনেক বেশি শ্রেয়। সে জানিয়ে রাখে, ধরা পড়লে তাকে যেন তার সাহায্যকারীরা 'চেনেনা' বলে জানায়। একজন অশিক্ষিত কৃষ্ণকায় রমণী, সে প্রথাগত প্রেমসংসার বোঝে না। তার বিশ্বাস, সততা, সাহস তার ভেতরের মানুষটাকে চিনিয়ে দেয়। সে জানে তাদের পরিণতি এমনতরই। তাকে ধরা পড়তেই হয়, তাকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। সে ভয় পায় না। ধরা পড়তেই সে একবার, দুবার, তিনবার কুলকুলি দিয়ে ঝারখানি জঙ্গলের সাথীদের সাবধান করে দিয়ে যায়। জানিয়ে দেয় তার অ্যাপরিহেন্ডেডের খবর। দোপদি মেঝেন ধৃত হয়ে পৌঁছায় সরকারি ক্যাম্পে।

লড়াই করা দোপদী, সাহসিনী দোপদি জীবনের শেষ সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যায়। ক্যাম্পের সেনানায়ক সান্ত্রীদের তাকে 'বানিয়ে নিয়ে আসার' আদেশ দিয়ে চলে যান। সারারাত ধরে ধর্ষিতা হয় দোপদি, বহুজনের দ্বারা। শরীরে চাপ চাপ রক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সে রওনা হয় সাহেবের তাঁবুতে। সেনানায়কের সামনে প্রতিবাদের আগ্নেয়গিরি রূপে বিস্ফোরণ ঘটায় দোপদী। স্মরণ করায় দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর গুরুজনদের প্রতি শানিত প্রশ্নকে। তাকে বস্ত্রহীন করে নেওয়া হয়েছিল ধর্ষণের সুবিধার্থে। আর সে বস্ত্র পরবে না। পরদিন সকালে রক্তভেজা দ্রৌপদী সেনানায়কের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। জ্ঞানী ভদ্রসমাজ প্রশ্নকরে কাপড় কোথায়? রক্তাক্ত দ্রৌপদী জানায় তার বক্তব্য তার প্রতিবাদ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে -

"তুর সাঁধানের মানুষ, দোপদি মেঝেন। বানিয়ে আনতে বল্যেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবিনা?"

দ্রৌপদীর কালোশরীর আরো কাছে আসে। দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে

মুছে ফেলে। দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মত ভীষণ, আকাশচেরা, তীক্ষ্ণগলায় বলে, কাপড় কি হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?

চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদীর জমাখা থুথু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাঁউটার কর্ লেঃ কাঁউটার কর্-'(পৃষ্টা-৩৯)

তার প্রতিবাদের ভাষা বিস্মিত করে দেয় অস্ত্রধারী সেনানায়ককে। ভয় পাইয়ে দেয়। নিজের ক্ষতবিক্ষত ধর্ষিত শরীর নিয়ে এগিয়ে চলে দ্রৌপদী। ঠেলতে থাকে সেনানায়ককে। নিরস্ত্র প্রতিবাদে ভয় পেয়ে যায় সভ্যসমাজ। তারা চরম বীভৎস নতুন এই প্রতিবাদের প্রতিরোধ করতে পারে না। নিষ্ঠুর সত্যের সামনে দাঁড়াতে যে ভীষণ ভয়, সাহস কোথায়?

প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের এই দুই নারী একনাম্নী। 'দ্রৌপদী'। মহাভারত থেকে মহাশ্বেতায় এসে শুধু প্রেমের সার্থকতায় নয় প্রতিবাদে প্রতিরোধে এরা বর্তমানে নারীসমাজের বর্তিকাসম। নারীদের লজ্জা নিবারক যে বস্ত্র তা পুরুষের কদর্য হাত হরণ করলে, তার পরিনতি কতদূর যে ভয়ানক হতে পারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর এ গল্পও যেন তারই বার্তাবহ। বর্তমান সমাজপ্রেক্ষিতেও এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র :

১) নাসরিন তসলিমা: নির্বাচিত কলাম,আনন্দ পাবলিশার্স (১০ম মূদ্রণ),পৃষ্ঠা-১৩৯

২) তথাগতানন্দস্বামী: মহাভারতকথা, উদ্বোধন কার্যালয়, ভাদ্র ১৪২২

৩) সিদ্ধান্তবাগীশ হরিদাস শ্রীমৎমহাভারতম, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা ৯, প্রথমপ্রকাশ- ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।(আদিপর্ব, ১৬৬ অধ্যায়)

8)Adi parva in Sanskrit by Vyasdeva and commentary by Nilkanta(Editor: Kinjawadekar, 1929)

৫) দেবী মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, অষ্টম মুদ্রণ 2012।